হাইলাইটস অফ হোমিও মেডিকিউর সহ

বায়োকেমিক

ডাঃ শেখ মোঃ জসিম উদ্দিন

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় : উপ-বিষ সংক্রান্ত

ক্রঃ নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা
০১।	উপ-বিষ	১৫
০২।	সোরা	১৬
০৩।	লেটিন সোরা	১৭
০৪।	পেটেন্ট সোরা	১৮
০৫।	সোরার বৈশিষ্ট	১৮
০৬।	সাইকোটিস মায়োজম	১৯
০৭।	এটাক্ট অফ সিফিলিটিক	২১
০৮।	সিফিলিটিক	২১
০৯।	সিফিলিটিক বৈশিষ্ট	২২
১০।	টিউবারকুলার	২৩
১১।	টিউবারকুলার এর মানসিক অবস্থা	২৪
১২।	রোগের শ্রেণী বিভাগ	২৫
১৩।	ক্যান্সারের প্রতিরাধ	২৭

দ্বিতীয় অধ্যায় : দৈহিক পরীক্ষা ও রোগ নির্ণয়

১।	প্রাথমিক পরীক্ষা	২৮
২।	শ্বাস-প্রশ্বাস	২৯
৩।	জিহ্বা পরীক্ষা	২৯
৪।	মুখমন্ডল/ বক্ষ পরীক্ষা	৩০
৫।	গায়ের চর্ম পরীক্ষা	৩১
৬।	মল- মুত্র বেদনা	৩১/৩২
৭।	রোগীর শয়নভংগী পর্যবেক্ষণ	৩২
৮।	নাড়ি পরীক্ষা	৩৩
৯।	রক্ত ছক	৩৫

১০।	রক্তের তথ্যগত তালিকা	৩৬
১১।	রক্ত চাপ	৩৭
১২।	রক্ত চাপের সঠিক পরিমাণ	৩৭
১৩।	উচ্চ রক্তচাপ	৩৮
১৪।	নিম্ন রক্তচাপ	৩৯
১৫।	স্বাভাবিক রক্ত পরীক্ষা	৪০
১৬।	টোটাল কাউন্ট অফ আরবিসি	৪০
১৭।	টোটাল কাউন্ট অফ ডব্লিউবিসি	৪১
১৮।	অস্বাভাবিক রক্ত পরীক্ষা	৪৩
১৯।	রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে রোগ নির্ণয়	৪৪
২০।	মল পরীক্ষা	৪৪
২১।	অস্বাভাবিক মল পরীক্ষা	৪৫
২২।	প্রস্রাব কালচার	৪৫
২৩।	প্রস্রাব টেষ্ট	৪৬
২৪।	নরমাল থুথু পরীক্ষা	৪৬
২৫।	অস্বাভাবিক থুথু পরীক্ষা	৪৭
৩০।	বিভিন্ন রোগ সৃষ্ঠিকারী জীবাণু	৪৭
৩১।	ক্ষতিকর ভাইরাস	৪৭

তৃতীয় অধ্যায় : চিকিৎসার ধরণ

৩২।	চিকিৎসার ধরণ ও নিয়মাবলী	৪৮
৩৩।	চিকিৎসার ব্যাপারে হোমিও ঔষধ	৪৮
৩৪।	ঔষধ নির্বাচনের সতর্কতা	৫০
৩৫।	বায়োকেমিক ও হোমিও প্লে-রোল	৫১
৩৬।	এ্যান্টিসোরিক ঔষধের তালিকা	৫৪
৩৭।	এ্যান্টিসিফিলিটিক ঔষধের তালিকা	৫৫
৩৮।	এ্যান্টিসাইকোটিক ঔষধের তালিকা	৫৬
৩৯।	এ্যান্টিটিউবারকুলার ঔষধের তালিকা	৫৬
৪০।	অতি গুরুত্বপূর্ণ প্যাথোলজিক্যাল টার্ম	৫৭
৪১।	থিংস্ক নট টু ডু	৫৯

চতুর্থ অধ্যায় : রোগের ঔষধ নির্বাচন

৪২ ।	অনিদ্রা	৬০
৪৩ ।	অরুচি	৬১
৪৪ ।	অম্ল রোগ	৬২
৪৫ ।	অজীর্ণ	৬৩
৪৬ ।	অসারে মুত্র	৬৪
৪৭ ।	অস্ত্র প্রচার	৬৫
৪৮ ।	অস্থি নাশ	৬৬
৪৯ ।	অন্ডকোশের রোগ	৬৭
৫০ ।	অকাল বার্ধক্য	৬৭
৫১ ।	অসারে মল ত্যাগ	৬৮
৫২ ।	অর্শ্ব	৬৯
৫৩ ।	অবস	৭০
৫৪ ।	অজ্ঞান	৭০
৫৫ ।	অন্ন নালীতে জ্বালা	৭১
৫৬ ।	অঞ্জনী	৭২
৫৭ ।	আক্কেল দাঁত	৭৩
৫৮ ।	আম বাত	৭৩
৫৯ ।	আমাশয়	৭৪
৬০ ।	আঙ্গল হাড়া	৭৫
৬১ ।	আঁচিল	৭৫
৬২ ।	ইনফ্লুয়েঞ্জা	৭৭
৬৩ ।	ইলেকট্রিক শক	৭৮
৬৪ ।	ইদুর/ পোকা-মাকড় কামড়	৭৮
৬৫ ।	উকুন	৭৮
৬৬ ।	এ্যাকি্জমা	৭৯
৬৭ ।	এ্যাপেন্ডিসাইটিজ	৮০
৬৮ ।	একশিরা	৮১
৬৯ ।	চর্মরোগ	৮২
৭০ ।	খোস-পাঁচড়া	৮৪
৭১ ।	ফোঁড়া	৮৫
৭২ ।	কার্বাঙ্কল	৮৬
৭৩ ।	ব্রণ	৮৭
৭৪ ।	কানের মধ্যে ফোঁড়া	৮৮

৭৫ ।	স্বর ভংগ	৮৮
৭৬ ।	মুখ ক্ষত	৮৯
৭৭ ।	গলায় ক্ষত	৯০
৭৮ ।	গলায় ব্যাথা	৯১
৭৯ ।	টনসিল গ্রন্থির প্রদাহ	৯২
৮০ ।	কর্ণমূল গ্রন্থির প্রদাহ	৯৩
৮১ ।	কান পাকা	৯৩
৮২ ।	গ্যাসট্রিক	৯৫
৮৩ ।	শ্বাস নালীর প্রদাহ	৯৬
৮৪ ।	সাইয়াটিকা	৯৮
৮৫ ।	ঠান্ডা/শ্বাস-প্রশ্বাস রোগ	৯৯
৮৬ ।	সর্দি	১০১
৮৭ ।	কফ	১০২
৮৮ ।	বমি	১০৩
৮৯ ।	মাথাঘোরা	১০৪
৯০ ।	জিহ্বা	১০৫
৯১ ।	দাঁত	১০৬
৯২ ।	স্বাদ	১০৭
৯৩ ।	হৃদপিন্ড	১০৮
৯৪ ।	পাকস্থলি	১১১
৯৫ ।	কিডনী	১১১
৯৬ ।	পিত্ত থলির পাথর	১১৩
৯৭ ।	যকৃত	১১৪
৯৮ ।	জন্ডিস	১১৫
৯৯ ।	উদর ব্যাথা	১১৬
১০০ ।	রতি ক্রিয়া	১১৭
১০১ ।	হস্তমৈথন	১১৯
১০২ ।	যৌন অক্ষমতা	১২০
১০৩ ।	অস্বাভাবিক জাগ্রত	১২২
১০৪ ।	ক্যান্সার	১২৩
১০৫ ।	স্তন ক্যান্সার	১২৪
১০৬ ।	পাকস্থলীর ক্যান্সার	১২৪
১০৭ ।	জিহ্বার ক্যান্সার	১২৫
১০৮ ।	গলার ক্যান্সার	১২৫

১০৯।	যকৃত ক্যান্সার	১২৫
১১০।	অগ্ন্যাসয় ক্যান্সার	১২৬
১১১।	কোলন ক্যান্সার	১২৬
১১২।	মলদ্বার ক্যান্সার	১২৬
১১৩।	চর্ম ক্যান্সার	১২৭
১১৪।	মুত্র থলির ক্যান্সার	১২৭
১১৫।	কিডনী ক্যান্সার	১২৭
১১৬।	ঘাড়ে ক্যান্সার	১২৭
১১৭।	পানীয় দ্রব্য	১২৮
১১৮।	বাত জ্বনিত	১২৯
১১৯।	হাড় ক্ষয়	১৩০
১২০।	সান ষ্ট্রোক	১৩১
১২১।	ড্রাগ জাতীয় খাদ্য	১৩১
১২২।	মল	১৩৩
১২৩।	থ্রোম্বসিস/ রক্ত চলাকালে জমাট বাঁধা	১৩৪
১২৪।	স্নায়ূ তন্ত্রের রোগ	১৩৫
১২৫।	এন্টি টক্সিন	১৩৫
১২৬।	গাউট	১৩৬
১২৭।	মলদ্বার	১৩৬
১২৮।	সংকীর্ণ ফাটা	১৩৭
১২৯।	অস্বাভাবিক বর্ণ	১৩৮
১৩০।	কানের মধ্যে-বিষগোটা	১৩৯
১৩১।	স্বরথলিতে ঠাণ্ডার কারণে বিকৃত রোগ	১৪০
১৩২।	শোথ	১৪২
১৩৩।	মুখের ভিতর আলসার	১৪১
১৩৪।	গলায় আলসার	১৪১
১৩৫।	টিউমার	১৪৪
১৩৬।	মুত্র থলির প্রদাহ	১৪৫
১৩৭।	রক্ত প্রস্রাব	১৪৬
১৩৮।	বহু মূত্র	১৪৬
১৩৯।	হাম	১৪৯
১৪০।	লুনতি	১৪৯
১৪১।	স্বপ্নদোষ	১৫০

১৪২।	ডেংগু জ্বর	১৫০
১৪৩।	হার্নিয়া	১৫১
১৪৪।	আচিঁল	১৫২
১৪৫।	আগুনে পোড়া	১৫২
১৪৬।	শিশু ডাইরিয়া	১৫৩
১৪৭।	শিশু কলেরা	১৫৫
১৪৮।	গুরুত্বপূর্ণ ঔষধ	১৫৬
১৪৯।	সহজ প্রসব	১৫৭
১৫০।	খিচুনি বা আক্ষেপ	
১৫১।	নিউমোনিয়া	১৫৯
১৫২।	আকস্মিক দূর্ঘটনা	১৬০
১৫৩।	খিচুনি/ আক্ষেপ	১৬১
১৫৪।	আঘাত	১৬১
১৫৫।	ঋতু রোগ	১৬৪
১৫৬।	ঋতু বিলম্বে বিকাশ	১৬৬

পঞ্চম অধ্যায় : বায়োকেমিক ঔষধের বৈশিষ্ট্য ও চিকিৎসা

ক্রঃ নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা
০১।	ক্যালকেরিকা ফ্লোরিকা	১৬৮
০২।	ক্যালকেরিকা ফসফরিকা	১৬৯
০৩।	ক্যালকেরিকা সালফিউরিকা	১৭১
০৪।	ফেরাম ফসফরিকাম	১৭১
০৫।	কেলি মিউরিয়োটিকাম	১৭৩
০৬।	কেলি ফসফরিকাম	১৭৪
০৭।	কেলি সালফিউরিকা	১৭৬
০৮।	ম্যাগনেসিয়া ফসফরিকাম	১৭৬
০৯।	নেট্রাম মিউরিয়োটিকাম	১৭৮
১০।	নেট্রাম ফসফরিকাম	১৮০
১১।	নেট্রাম সালফিউরিকা	১৮২
১২।	সাইলেসিয়া	১৮৪

ষষ্ঠ অধ্যায় : বায়োপ্লেজেন কম্বিনেশন রেমিডিস১৫০

ক্রঃ নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা
০১।	বায়োপ্লেজেন- ১ রক্ত শূণ্যতা	১৮৭
০২।	বায়োপ্লেজেন- ২ হাঁপানি	১৮৮
০৩।	বায়োপ্লেজেন- ৩ পেট ব্যাথা	১৮৮
০৪।	বায়োপ্লেজেন- ৪ কুষ্ঠ কাঠিন্য	১৮৮
০৫।	বায়োপ্লেজেন- ৫ সাইনাস	১৮৯
০৬।	বায়োপ্লেজেন- ৬ সর্দি কাশি	১৮৯
০৭।	বায়োপ্লেজেন- ৭ ডায়াবেটিক ও কিডনী	১৯০
০৮।	বায়োপ্লেজেন- ৮ ডাইরিয়া	১৯০
০৯।	বায়োপ্লেজেন- ৯ আমাশয়	১৯১
১০।	বায়োপ্লেজেন- ১০ টনসিল বৃদ্ধি	১৯১
১১।	বায়োপ্লেজেন- ১১ জ্বর	১৯১
১২।	বায়োপ্লেজেন- ১২ শির পীড়া	১৯২
১৩।	বায়োপ্লেজেন- ১৩ লিউকোরিয়া	১৯২
১৪।	বায়োপ্লেজেন- ১৪ হাম	১৯২
১৫।	বায়োপ্লেজেন- ১৫ মাসিক স্রাবজনিত সমস্যা	১৯৩
১৬।	বায়োপ্লেজেন- ১৬ স্নায়োবিক দূর্বলতা	১৯৩
১৭।	বায়োপ্লেজেন- ১৭ অর্শ্ব	১৯৪
১৮।	বায়োপ্লেজেন- ১৮ পাইওরিয়া	১৯৪
১৯।	বায়োপ্লেজেন- ১৯ বাত জ্বর	১৯৪
২০।	বায়োপ্লেজেন- ২০ চর্ম রোগ	১৯৫
২১।	বায়োপ্লেজেন- ২১ দাঁত উঠার সমস্যা	১৯৫
২২।	বায়োপ্লেজেন- ২২ গন্ডমালা রোগ	১৯৫
২৩।	বায়োপ্লেজেন- ২৩ দাঁত ব্যাথা	১৯৬
২৪।	বায়োপ্লেজেন- ২৪ ব্রেইন টনিক	১৯৬
২৫।	বায়োপ্লেজেন- ২৫ পেট ফাঁপা	১৯৬
২৬।	বায়োপ্লেজেন- ২৬ সহজ প্রসব	১৯৭
২৭।	বায়োপ্লেজেন- ২৭ যৌন অক্ষমতা	১৯৭
২৮।	বায়োপ্লেজেন- ২৮ সাধারণ টনিক	১৯৮

সপ্তম অধ্যায় : বিভিন্ন রোগে বায়োকেমিক ঔষধ প্রয়োগ

১।	শ্বাস-প্রশ্বাস হতে বিভিন্ন প্রকার রোগ সম্পর্কিত চিকিৎসা	১৯৯

অষ্টম অধ্যায় : বায়োকেমিক রেপার্টরী

ক্রঃ নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা
০১।	টিসুর লক্ষণ	২১৩
০২।	ঘুমের লক্ষণ	২১৪
০৩।	জ্বরের লক্ষণ	২১৫
০৪।	মস্তকের লক্ষণ	২১৫
০৫।	মানসিক লক্ষণ	২১৬
০৬।	নাকের লক্ষণ	২১৮
০৭।	মুখাভ্যন্তরের লক্ষণ	২১৮
০৮।	চোখের লক্ষণ	২১৯
০৯।	কানের লক্ষণ	২২০
১০।	মুখমন্ডলের লক্ষণ	২২১
১১।	জিহ্বার লক্ষণ	২২২
১২।	ক্ষুধা এবং স্বাদ লক্ষণ	২২৩
১৩।	মলের লক্ষণ	২২৩
১৪।	দাতের লক্ষণ	২২৪
১৫।	মুত্র সম্মন্ধিয় লক্ষণ	২২৫
১৬।	স্ত্রী জননাঙ্গের লক্ষণ	২২৫
১৭।	পুরুষ জননাঙ্গের লক্ষণ	২২৭
১৮।	শ্বাস-প্রশ্বাস লক্ষণ	২২৮
১৯।	রক্ত সংবহন তন্ত্রের লক্ষণ	২২৯
২০।	স্নায়ূবীক লক্ষণ	২২৯
২১।	লক্ষণ এর হ্রাস-বৃদ্ধি	২৩১
২২।	চর্ম লক্ষণ	২৩১
২৩।	পৃষ্ঠ দেশ এবং বিভিন্ন অংগ প্রত্যঙ্গের লক্ষণ	২৩২
২৪।	গর্ভ ধারণ কালীন লক্ষণ	২৩৪
২৫।	উদর লক্ষণ	২৩৪
২৬।	পাকস্থলীর লক্ষণ	২৩৫
২৭।	সাধারণ লক্ষণ	২৩৬

প্রথম অধ্যায়

Miasm/উপ-বিষ।

Miasm/ গ্রীক শব্দ- Miasma, অর্থ- (Pollution to stain, Pollute, an unwholesome exhalation) হতে Miasm শব্দটি উৎপত্তি। মায়াজম হল একটি অস্বাভাবিক অবস্থার রূপ যাহা মানব শরীরে জীবনীশক্তি ও (Vital force) এর বিপরীত ধর্মী একটি ধ্বংশাত্মক শক্তি রূপে অতি সংগোপনে মানবদেহে (সুস্থ্য দেহে) প্রবেশ পূর্বক নানা রকম রোগ সৃষ্টি করার প্রবনতা প্রকাশ করে। Dr. J.H.Allen এর মতে The Miasm is the opposing force to the life force; উল্লেখিত বিষয়ে Dr. Sir Samuel Hahnemann ১৮১৬-১৮১৭ইং পর্যন্ত গবেষনার মাধ্যমে রোগী চিকিৎসায় সদৃশ নীতি মোতাবেক ঔষধ প্রয়োগ করা সত্ত্বেও বার বার বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার কারন খুজে বের করতে সক্ষম হন এবং তার মূল কারন হল-তিনটি মায়াজম। সোরা, সিফিলিস ও সাইকোসিস নামক উপ-বিষ যাহা মানবদেহে অবস্থান করে দিন দিন জীবনীশক্তিকে ধ্বংশের দিকে ধাবিত করে। উক্ত উপ-বিষকে এন্টি-মায়াজম অর্থাৎ এন্টি-সোরিক, এন্টি-সিফিলিক এবং এন্টি সাইকোটিক ঔষধ দ্বারা সম্পূর্ণ নিধন করার ফলে মানব দেহ সুস্থ্য এবং স্বাভাবিক অবস্থায় আনন্দময় জীবন হয়।

১) সোরা (Psora)-itch disease
২) সাইকোসিস (Sycosis)- Fig wart disease
৩) সিফিলিস (Syphilis) -Chancere disease
৪) টিউবারকুলার (Tubercular)-Mixed Miasm.

উল্লেখিত জীবানুগুলি মানবদেহে প্রবেশ করে মানবদেহকে অসুস্থ্য করে দেয়। মানুষের মানসিক, দৈহিক এবং মানবদেহের স্বাভাবিক জীবন নষ্ট করে দেয় এবং মানবদেহের মধ্যে অত্যান্ত জটিলতার সৃষ্টি করে এবং স্বাভাবিক জীবনকে রোগাক্রান্ত ও মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়। উক্ত উপ-বিষগুলি ধ্বংশ করার নিমিত্তে এন্টি মায়াজম বা এন্টি সোরিক, এন্টি সাইকোসিস, এন্টি সিফিলিস এবং এন্টি টিউবারকুলার সেবনের মাধ্যমে উক্ত দুষ্ট জীবনুগুলি ধ্বংশ হয় এবং স্বাভাবিক জীবন প্রাপ্ত ঘটে ও সুস্থ্য মন এবং সুস্থ্য শরীর গঠিত হয়।

<u>রোগজ জীবানু-</u>

সোরিনাম, সিফিলিসি, সাইকোসিস, টিবারকুলার নামে অভিহিত জীবানুগুলি নির্মূল করতে হলে রোগজ জীবানুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট অনুযায়ী Similia, Similibus &

Curenture মোতাবেক এন্টি রোগজ ঔষধ সেবন করলেই চিররোগ মুক্তি ঘটে এবং সুস্থ্য মন এবং সুস্থ্য শরীর প্রতিষ্ঠিত হয়। এই চিকিৎসা ব্যবস্থাকে Homoeopathy চিকিৎসা বলে এবং অত্র চিকিৎসা দ্বারা চিরসুস্থ্য নিশ্চিত সম্ভব।

(১) সোরা (Psora)-itch disease

সোরা- পরজীবি জীবানু বিশিষ্ট একটি প্রাণী, যাহা মানবদেহে গোটা, পাঁচড়া, চুলকানী, চামড়ার উপর বিবর্ষ দাগ, ফোঁড়াজাতীয় বিভিন্ন প্রকার বৈশিষ্টযুক্ত আচরণ দ্বারা সোরা জীবানু প্রকাশ পায়। ইহা জন্মগত উত্তরাধিকারী বংশগত কিংবা অর্জিতভাবে মানবদেহে রোগ প্রকাশ পায়। এই দুষ্ট জীবানু সুস্থ্য মানুষকে রোগাক্রান্ত, অস্থির এবং দিন দিন জ্বালা যন্ত্রণায় অতিষ্টি করে কালনিপাত করে থাকে। এমনকি যন্ত্রনার কবলে মানুষ পাগলের মত আচরনেও ক্ষান্ত হয় না। অবশেষে উক্ত দুষ্ট জীবানু/ রোগ হতে নিস্কৃতি পাওয়ার জন্য বেহুশ হয়ে পড়ে। এই সমস্ত দুষ্ট জীবানু ধ্বংশকারী এন্টি সোরিক ঔষধ দ্বারা সমূলে বিনাশ করা যায়। একজন সুচিকিৎসক কেবল প্রয়োজনমত রোগ নির্ণয় করে রোগীর সুস্থ্যতার জন্য সঠিক ঔষধ নির্বাচন ও প্রয়োগ দ্বারা রোগ নিরাময় ও শান্তি প্রদানে সক্ষম।

ডাঃ হ্যানিম্যান বলেছেন " রতিজ (Venercal) ভিন্ন মানবের যাবতীয় শারীরিক ও মানসিক ব্যাধি প্রায় সমস্তই (তরুণ রোগের ৭/৮ অংশ, আর চির রোগের চৌদ্দ আনা) এক সোরা হতে সৃষ্ট/উদ্ভূত।

Mode of Attack of Psora: (সোরা রোগ আক্রমনের ধরণ)

সোরিক মায়াজম দ্বারা চুলকানি রস কোন সুস্থ্য ব্যক্তির স্কীনে সরাসরি সংযোগ হয়, ৬/৮ বা ১৪ দিন পর (অশুভ শক্তির প্রবেশ করা (শক্তিকাল) এবং ব্যক্তির শীত শীত লাগবে ও সন্ধ্যাকালে জ্বর আসবে এবং শেষ রাত্রে ঘাম দিবে। পরের দিন সকালে চুলকানি প্রকাশ পাবে।

সুস্থ্য মানুষ (Healthy person)

→ **Direct skin**

↓ ৬/১৮ দিন পর

Chilling Filling সন্ধ্যার পর

↓ শেষ রাত্রে ঘাম

Vital part গুলো আক্রান্ত হবে এবং ঐ ব্যক্তির বংশগত দুষণ/ রোগ প্রবনতার লক্ষণগুলি প্রকাশ পাবে। যখন চর্মরোগ চাপা পড়বে তখন রোগ অন্তরমুখী হয়ে সুপ্ত অবস্থার অবস্থানে থাকে। তাহাকে **Laten Psora** বলে।

Laten Psora

(ক) ১) মানসিক আঘাত

২) তরুণ রোগের আক্রমন

৩) অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ

৪) উপরোক্ত কারনে সুপ্ত সোরা জাগ্রত হয়ে লক্ষণসমূহ সৃষ্টি করবে।

(খ) সেকেন্ডারী -গঠণ লক্ষণ প্রকাশ পাবে যা বহু রোগ সৃষ্টি করতে পারে।

১) রোগীর জন্মগত প্রবনতা

২) অতীত কষ্ট ভোগার ইতিহাস

৩) চাপা পড়া চিকিৎসা

রোগগুলি নিম্নরূপঃ-

১) ক্যান্সার রোগ (২) টি,বি রোগ (৩) বহু মূত্র রোগ

উল্লেখিত রোগগুলি যদি শিশুদের ক্ষেত্রে Laten Psora অবস্থায় সু-চিকিৎসা করা যায় তা'হলে রোগগুলি আর বিস্তারলাভ করতে পারে না।

সোরার গুপ্ত লক্ষণগুলি নিম্নরূপঃ–

১) মানসিকভাবে সতর্ক থাকবে।

২) সামান্য কোন কারনে শারীরিক ও মানসিকভাবে (Lathergi(inactive) নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে।

৩) হাতের তালু ও পায়ের তালুতে জ্বালা ও ঘাম হবে।

৪) ঘুমের মধ্যে মাংশ লাফাইবে।

৫) মাঝে মধ্যে নাক দিয়া রক্ত পড়ে কিন্তু কারণ বুঝা যায় না।

৬) মিষ্টি, তিতা, টক ও ভাজাপোড়া এবং চর্বিযুক্ত খাদ্য খাওয়ার প্রবল প্রবনতা।

৭) শরীরের প্রাকৃতিদ্বারগুলি লাল দেখা যাবে।

৮) গোসল করতে চায় না, অপরিস্কার ও নোংরা স্বভাব।

৯) সোরার ব্যক্তি সারাদিন শুয়ে থাকতে চায়।

১০) ঘুমালে মাথা থেকে প্রচুর ঘাম হয়।

১১) মাঝে মধ্যে চোখ, মুখমন্ডল ও কানে তাপের উত্তাপ আসে।

২—

Patent Psona (পরিস্ফোটিত সোরাঃ–

১) মাথা ঘোরা, শির ঘুর্ণন, চলাফেরায় বৃদ্ধি ।
২) কানের মধ্যে ভোঁ ভোঁ শব্দ করে ।
৩) অটোরিয়া/ কান দিয়া পুঁজ পড়া, নাক দিয়া রক্ত পড়া এবং নাকে পলিপাস ।
৪) গলায় ক্ষত এবং গ্ল্যান্ড ফোলার বৃদ্ধি ।
৫) অম্ত্রাধিক্য, বদহজম যাহা বমি বমি ভাব এবং হিক্কা ।
৬) লিভার/যকৃত ব্যাথা এবং পাকস্থলীতে ব্যাথা ।
৭) অতিরিক্ত বীর্যপাত হওয়া এবং যৌন সংক্রান্ত স্বপ্ন দেখা ।
৮) ভেজাইন/যৌনে এবং ইউটেরাসে পলি ।
৯) চাপা পড়া এবং হাড়ের পঁচনসহ প্যারালাইসিস ।
১০) মুখে, মখমন্ডলে,বাহুতে এবং হাতে আঁচিল ।
১১) কার্সিনোমা,সার্কোনোমা,টিউবারকুলার এবং লেপরসিস এবং মৃগী ।

সোরার বৈশিষ্টঃ

১) মানসিক অবস্থা (Mental state of Psora)

ইহা মানুষের মনকে অপ্রয়োজনীয় প্রত্যাশায় আন্দোলিত করে বিপদগামী করাই সোরার মনের প্রথম পরিচায়ক ।

ধৈর্যহীনতা, স্বার্থপরতা, পরিশ্রম বিমুখ, অলস প্রকৃতির, চঞ্চল প্রকৃতির, ধর্ম বিষযে ভন্ডামিপূর্ণ, দার্শনিকতার ভান, সিদ্ধান্তহীনতা, হাত পায়ের তালুতে একটু জ্বালা ভাব, রোগাক্রান্ত হলে মৃত্যুর ভয় ।

বিশেষ লক্ষণসমূহঃ-

- শরীরের বিভিন্ন স্থানে চুলকানি,দাদ, খোস-পাঁচড়া,ফোড়া, হাত-পা ফাটা, মাথায় খুসকি ।
- অস্বাভাবিক ক্ষুধা, খাদ্য বিশেষে অতিরিক্ত ইচ্ছা-অনিচ্ছা, দুধ খেতে চায় না, তা সহ্য হয় না ।
- স্ত্রী-পুরুষের অস্বাভাবিক কামোত্তেজনা ।
- শরীরের সর্বত্র, বিশেষ করে হাত পায়ে জ্বালা বোধ ।
- সোরার রোগী গরম কাতর, তৎসহ জ্বালা-পোড়া থাকে । শীত কাতর ও উভয় কাতর দেখা যায় ।

- হাঁসি-কাশি বা হাসলে অসাড়ে প্রশ্রাব।
- চর্মরোগ,শুষ্ক মাছের আঁশ বা ফোস্কাযুক্ত, রোগ দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং নানা প্রকার পরিবর্তণশীল রূপ ধারন করে।
- সোরার রোগীর বড় ও ছোট কৃমি প্রায়ই বের হয়। কৃমির জন্য মলদ্বারে চুলকানি।
- সোরার রোগী সন্ধ্যায় ঘুমার পর মাথায় ঘাম হয়।
- সোরার যুবক যুবতীদের দুর্গন্ধযুক্ত ঘাম, পায়ে বদ গন্ধযুক্ত ঘাম। হাত-পায়ের তালুতে জ্বালা।
- সোরার রোগীর প্রায়ই ঠান্ডা লাগার প্রবনতা বেশী।
- মাথার চুল পড়ে যাওয়া, চুল শুষ্ক, মাথা খুসকিতে ভরে থাকে।
- সোরার রোগী বিষাক্ত চর্মরোগে আক্রান্তের প্রবনতা বেশী।
- সোরার রোগীর জিহ্বা ফাটা এবং সাদা প্রলেপযুক্ত ও মুখে দুর্গন্ধযুক্ত টক স্বাদ।
- সোরা রোগীর গুহ্যদ্বারে ফাটা ও রক্তশ্রাব নিঃসৃত হয়। অর্থাৎ অর্শ গেজ রোগের উৎপত্তি ঘটে।
- সোরার রোগী হাটার সময় হাড় জোরে শব্দ হওয়া এবং মচকে যাওয়ার প্রবনতা বেশী।
- সোরা রোগী দিনের আলো সহ্য করতে পারে না। চোখে নানা রকম প্রদাহ, ভূল দৃষ্টি, রাতকানা ও অন্ধত্ব।
- শ্রবন শক্তির অভাব, ঘ্রাণ শক্তির গোলমাল বা তীব্র কম।
- সোরা রোগীর নাকের ভিতর ঘা হয়। পায়ের ডগা ফোলা ও লাল হয়। নাকের ভিতর পঁচা গন্ধ বিরাজ করে।
- সোরা রোগী ঘুমের মধ্যে দাঁত কড়মড় করে।
- সোরা রোগী অনিয়ম ঋতুশ্রাব, ঋতুশ্রাব খুব বেশী/ খুব কম, তাহা অনেকদিন স্থায়ী হয়।

সাইকোটিক মায়াজম (Sycotic Miasm)

ফরাসীর যুদ্ধের সময় ১৮০৯-১৮১৪ খৃষ্টাব্দের পর অত্র রোগ এর বিকাশ ঘটে। মানুষের মধ্যে কাম, ক্রোধ, লোভ,মোহ, মদ ও পরশ্রী কাতরতা নিমিত্তে উক্ত রোগ প্রকাশ পায়।

সাইকোটিক রোগের প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট নিম্নরূপঃ-

- সাইকোসিস রোগ, জীবনে সংগঠিত কর্মকান্ড গোপন রাখতে সক্ষম হয়।
- সাইকোসিস রোগী সন্দেহপরায়নতা বিশ্বাসী। সে কারোর উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে না। নিজের স্ত্রী, ছেলে মেয়েদের চরিত্রের প্রতিও সন্দেহ করে।

- সাইকোসিস রোগী হিংসা ও সন্দেহ দিয়েই দুনিয়ার সবকিছু বিচার করে।
- সাইকোসিস রোগী সর্বদাই দুষ্ট চিন্তায় মন পরিপূর্ণ থাকে। সে কখনও এক ডাক্তারের নিকট চিকিৎসায় সন্তুষ্ট নয়। কেবল ডাক্তার পরিবর্তণ করে।
- সাইকোসিস রোগীর চিন্তা ও বিচার শক্তির বিকৃতি ঘটিয়ে উন্মাদ করে দেয়।
- সাইকোসিস রোগী মিথ্যাবাদী, পাপী, দুষ্টতে পরিনত হয় এবং ধর্ম প্রবনতা নষ্ট হয়।
- সাইকোসিস রোগী বদ মেজাজী ও খিটখিটে প্রকৃতির হয়ে থাকে।
- সাইকোসিস রোগী সর্বদাই অস্থিরতায় সময় কাটায়।
- সাইকোসিস রোগী চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলে এবং একটি কথা বার বার বলে।
- সাইকোসিস রোগী দয়া মমতাহীন, ক্রোধযুক্ত ভাব ও স্মৃতিশক্তিহীনতা বিদ্যমান।
- সাইকোসিস রোগী অন্যকে আঘাত করা এবং সামান্য কারনে ঝগড়া বিবাদ এমনকি খুন করার মত অপরাধ ও মামলাবাজ স্বাভাবিক ঘটনা ।
- সাইকোসিস রোগী সব ধরনের প্রতারনার মূলে উৎসাহ ঘটায় এবং নৈতিক চরিত্রে অবক্ষয় ঘটায়।
- সাইকোসিস রোগী সর্বদাই পুত্রবধু ও শাশুড়ীর মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ ঘটে এবং মনটি সর্বক্ষণ স্ত্রীলোকদের চিন্তায় ব্যাপৃত থাকে।
- সাইকোসিস রোগীর মধ্যে বিশেষ করে টিউমার আঁচিল,তিল এবং মাংস বৃদ্ধির প্রধান লক্ষণ।
- সাইকোসিস রোগী অল্প বয়সেই চুলপেকে যায় এবং মাথার স্থানে ছোট ছোট গোল আকারে চুল উঠে যায়।
- সাইকোসিস রোগীর হাত-পায়ের নক অসমান, ভঙ্গুর, লম্বালম্বিরেখাযুক্ত মোটা ভারী, বিকৃত থাকে।
- সাইকোসিস রোগী লবন ও ঝাল প্রিয়। মদ পানের ইচ্ছা, ঠান্ডা বা গরম উভয় খাদ্য পছন্দ করে।
- সাইকোসিস রোগী মহিলারা ঋতুশ্রাবের সময় বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয় এবং সময়ে সময় রোগজনিত সমস্যা বিরাজমান করে।
- বিশেষ কারনে স্ত্রীলোকদের বন্ধ্যা হয়।
- বংশানুক্রমে সাইকোসিস মায়াজম শিশু পুত্র-কন্যাদের মধ্যে নিমোনিয়া, কলেরা, রক্ত শূন্যতা, রিকেট ও ব্রেইনের পুষ্টিহীনতা দেখা দেয়।